

জাতীয়

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

প্রতিবেদক: alamin dhakaprobe

প্রকাশের তারিখ: শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৫:৩২ PM



স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি বাংলাদেশের অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, □স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের মনে উদ্বেগ রয়েছে।□

তারেক রহমান বলেন, □আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি বাংলাদেশ পুনরায় তার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে।□

ভাষণের আগে বৈশ্বিক সংঘাত ও যুদ্ধের প্রভাব নিয়েও বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, মানবসৃষ্ট বিরাজমান সংঘাতের ফলে বর্তমানে অনেক দেশে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ছে এবং তৈরি হচ্ছে মানবিক সংকট।

তিনি বলেন, যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র চাপের মুখে রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা-সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

সংঘাতের সমাধান কূটনীতিতে

যেকোনো সংঘাতের সমাধান আলোচনা, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন তারেক রহমান।

তিনি বলেন, বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাই হওয়া উচিত দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যাশা এমন একটি শান্তিময় ও মানবিক বিশ্ব সমাজ, যেখানে মারণাস্ত্র নয়; বরং পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে যুক্তি-তর্ক, কূটনীতি, শিক্ষা ও মানবতা।

এমন একটি সমঝোতামূলক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘকে দেখতে চায় বলেও জানান তিনি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন খাতের বাজেট সামরিক খাতে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতাকে বিশ্বশান্তির অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেন তারেক রহমান।

শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান তিনি।

বিশ্ব মানবতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের যেকোনো উদ্যোগের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে ভাষণ শেষ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এ বিভাগের আরও খবর



গাজীপুরে গার্মেন্টসে আগুন: আটকেপড়া ৬৯ জনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার
গাজীপুরের জেগির ঢালা এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় লাগা আগুনে কারখানার ভেতরে আটকেপড়া ৬৯ জনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আ...



হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া ভারতের বিকল্প ছিল না: ভারতীয় হাইকমিশনার
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেষ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া ভারতের হাতে তেমন কোনো বিকল্প ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার...



কঠোর নিরাপত্তায় রূপপুরে পৌঁছাল প্রথম ইউরেনিয়ামের চালান
কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পৌঁছেছে ইউরেনিয়ামবাহী গাড়িবহর। আজ শনিবার (৩ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাড়িবহর...



চট্টগ্রাম বন্দরে ১৫০ টন বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংস শুরু
চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কনটেইনার জট কমাতে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা বিপজ্জনক কেমিক্যাল ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব কেমিক্যাল...